যুগান্তর

তারিখ ... 4 FEB 2009 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বাকৃবির ছাত্র সংসদ ১০ বছর অন্ধকারে

নুরুল হাসান রিয়াদ, *বাকৃবি থেকে*

দীর্ঘ ১০ বছর ধরে অন্ধকারে ডুবে রয়েছে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (বাকসু)। জাতীয় ও উপজেলা নির্বাচনের পর এবার বাকসু নির্বাচন করার দাবি উঠেছে সর্বমহলে। সাধারণ শিক্ষার্থী ও বাকৃবি শাখা ছাত্রলীগের মধ্যে উৎসাহের কমতি না থাকলেও বিভিন্ন অভিযোগে ছাত্রদল এ নির্বাচনের বিপক্ষে। অন্যদিকে বাকসু নির্বাচন আয়োজন নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের তেমন কোন মাথাব্যথা লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। একাধিক সূত্রে জানা যায়, ১৯৬১ সালে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরই এটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ নামে পরিচিত ছিল। এ নামে ১৯৬১-৬২ থেকে ১৯৬৮-৬৯ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত প্রতি বছর নিয়মিত ছাত্র সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এরপর স্বাধীনতার পর থেকে এখন পর্যন্ত বাকসু নির্বাচন হয় মাত্র ৯ বার। স্বাধীনতার পর বাকসু নামে প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭০-৭১ শিক্ষাবর্ষে। ওই নির্বাচনে সভাপতি পদে বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান রেজিস্ট্রার মোঃ নজিবুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক পদে বর্তমান খাদ্যমন্ত্রী কৃষিবিদ আবদুর রাজ্জাক নির্বাচিত হন। সর্বশেষ ১৯৯৭-৯৮ শিক্ষাবর্ষে বাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অধিকার রক্ষার স্বার্থে জাতীয় ও উপজেলা নির্বাচনের পর এখনই বাকসু নির্বাচনের সবচেয়ে উপযুক্ত সময় বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। তবে বাকসু নির্বাচন নিয়ে ক্যাম্পাসে প্রধান দুটি রাজনৈতিক ছাত্র সংগঠন ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের অবস্থান সম্পূর্ণ ভিন্ন। জানা যায়, দীর্ঘ দশ বছর ধরে ছাত্র সংগঠনগুলোর আভ্যন্তরীণ অস্থিরতা ও সহাবস্থানের অভাবে বাকসু নির্বাচনের আয়োজন করা সম্ভব হয়নি। তবে বাকসুর কার্যক্রম সম্পূর্ণ বন্ধ থাকলেও প্রতি বছর সংসদ ফি'র কবল থেকে রেহাই পায়নি সাধারণ শিক্ষার্থীরা। অন্যদিকে হল সংসদের নির্ধারিত কক্ষগুলো হয়ে গেছে বেদখল। বাকসু ও হল সংসদের অনুপস্থিতিতে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড যেন আগের মতো প্রাণ পায় না। একাডেমিক শিক্ষার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের সহশিক্ষা কার্যক্রম সর্বোপরি জাতীয় স্বার্থে নেতৃত্ব সৃষ্টির পথ অবরুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে বলে অভিজ্ঞ মহল মনে করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের চাওয়া—নতুন সরকারের আমলে অনেক দিনের অচলায়তন ভেঙে নবযাত্রার সূচনা করতে আবার বাকসু সচল করা হোক। ফিরে আসুক ছাত্র রাজনীতির গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি মুহাম্মদ আনোয়ার হোসেন জানান, দীর্ঘ দশ বছর পর বাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠান আজ সময়ের দাবি। সফল বাকসু নির্বাচনের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ে সবক্ষেত্রে উন্নয়নের পাশাপাশি সাধারণ শিক্ষার্থীদের ন্যায্য দাবি-দাওয়া আদায় সম্ভব। বর্তমান ক্যাম্পাস পরিস্থিতিও বাকসু নির্বাচনের অনুকূলে। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদল সভাপতি আহসান হাবীব প্রান্ত জানান, ক্যাম্পাসে বাকসু নির্বাচনের পরিবেশ নেই। এই মুহূর্তে নির্বাচন হলে তা গণতান্ত্রিক নির্বাচন হবে না। যদি প্রথমে ছাত্রদল নেতাকর্মীদের হলে সহাবস্থান নিশ্চিত করে ক্যাম্পাসে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের অবাধ সুযোগ দেয়া হয়, তবে ছাত্রদল বাকসু নির্বাচন নিয়ে কথা বলবে। বাকসু'র প্রথম ভিপি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান রেজিস্ট্রার মোঃ নজিবুর রহমান বাকসু নিয়ে বলেন, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাকসু নির্বাচনের অবশ্যই প্রয়োজন আছে। তবে এ প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক দিক বিবেচনা করে একটা উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করতে হবে।

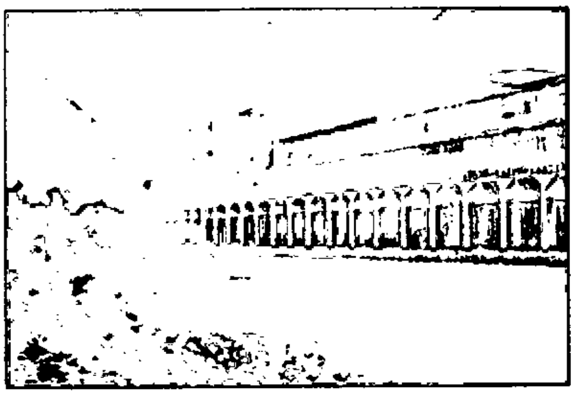

বাকৃবির প্রশাসনিক ভবন

যুগান্তর